সামাজিক গ্রুপ বা কমিউনিটিসমূহে কী ধরনের ডিজিটাল হয়রানি এবং অনলাইন প্রতারণা ঘটে তার উদাহরণ ঘটনা উল্লেখ এবং অনলাইন ফ্রড প্রতিরোধে করণীয়

Digital Literacy Center

শাওন ভাই
আমি মনে হয় আগামী
মাস থেকে আর এ
বাড়িতে থাকবো না।

কেন? আপনাকে
কেউ কিছু বলেছে?

লাখপতি হয়ে গেলে কী
কেয়ারটেকারের কাজ করা
মানায় বলেন? লাখ টাকা
দিয়ে ব্যবসা করে কোটিপতি
হয়ে যাবো।

দারুণ প্ল্যানিং। আমি হলেও তাই
করতাম। কিন্তু এখন আমাকে
বলেন এত টাকা কোথায় পেলেন?

আপনি কাউরে বইলেন না! আমার ফেসবুকের
এক নারী বন্ধু বিদেশ থেকে গিফট বক্স পাঠাইছে।
অনেক দামী দামী স্বর্ণের বার সাথে আরও
অনেক কিছু। এখন সংশ্লিষ্ট এয়ারপোর্টের
কাস্টমস গুদাম থেকে সেটা গ্রহণ করতে হবে।
বুঝতেছেন স্বর্ণের বার গুলা ভাঙ্গাইলে আমি কত
বড়লোক হইয়া যামু।

তো কাস্টমস অফিসে
কখন যেতে বলেছে?

এটাই একটা সমস্যা
এজন্যই আপনারে বললাম।
গিফট বক্স আনতে কাস্টমস অফিসে
৫০ হাজার টাকা ট্যাক্স বাবদ জমা
দিতে হবে। কিন্তু আমার কাছে সেটাও নাই।
আপনি যদি দিতেন। তাহলে
স্বর্ণ বেচে শোধ দিতাম।

শোনেন সুলতান ভাই।

এসব প্রতারক চক্রের কাজ।

আপনার জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছিলো
আপনি সেখানে পা দিতে যাচ্ছিলেন।

সামাজিক মাধ্যম হতে বন্ধু হওয়ার পর কেউ যদি
এসব গিফট, টাকা, স্বর্ণ বা কোনো কিছুর প্রলোভন
দেখায় বা নিজে দাবী করে বুঝতে হবে সে প্রতারক।

এত সুন্দর কইরা কয়।
ক্যামনে বুঝুম যে
প্রতারণা করতেছে?

বোঝার চেয়ে বড় বিষয়
হলো সতর্ক হওয়া।

কীভাবে
সতর্ক হমু?

শোনেন অপরিচিত কারো ফ্রেন্ড
রিকোয়েস্ট অ্যাক্সেপ্ট করা যাবে না।

প্রয়োজনে অ্যাক্সেপ্ট করলেও তার সাথে
কোনো প্রকার ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার, আর্থিক
লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

অপরিচিত কেউ কোন গিফট দিতে
চাইলেও সেটা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রয়োজনে পুলিশকে জানাতে হবে।

তারপর নিজের পরিচিতদের বন্ধু তালিকায় রেখে শুধুমাত্র তাদের
সাথেই ব্যক্তিগত বিভিন্ন পোস্ট, ছবি, ঘটনা শেয়ার করা উচিত।

বর্তমানে ফেসবুকে প্রোফাইল লক করে রাখার সুবিধা
যুক্ত করা হয়েছে। এটিও ব্যবহার করা উচিত।

এতে প্রতারকদের কাছে আপনার
ব্যক্তিগত তথ্য যাবে না।

একটু শিখায়া দিয়েন।
তারপর?

তারপর ফেসবুকে কোনো পণ্য ক্রয় করতে চাইলে সেটি কতটুকু নির্ভরযোগ্য সে সম্পর্কে ভালোমতো খোঁজ নিতে হবে।

আগেই টাকা পাঠাতে হয় এমন কোনো শর্তের ফাঁদে না পড়ে ক্যাশ অন ডেলিভারি সিস্টেম বা কন্ডিশনে কুরিয়ার সার্ভিস ডেলিভারি ব্যবহার করা উচিত।

পণ্যের রিভিউ দেখতে হবে। অর্থাৎ পূর্বে যারা ব্যবহার করেছেন তাদের মতামত জানা জরুরী।

এবং ভুয়া চাকরির লোভনীয় বিজ্ঞাপন, গিফট কার্ড, ফেসবুকে অপরিচিতদের সাথে কোনো সম্পর্কে জড়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

যেকোনো লিংকে ক্লিক করার আগে সেটি পরিচিত কোনো ওয়েবসাইটের লিংক কিনা তা গুগলে যাচাই করতে হবে।

ভালো বলছেন ভাই।
এমন ভুল আর হবে না।
কিন্তু ভাই কাস্টমস অফিসে
একবার গিয়ে দেখি
যদি সত্যি হয়?

হা হা হা সুলতান ভাই
একদম না যান কাজে যান।

না না যাবো না।
এমনি বললাম।
আপনারে ধন্যবাদ।